ঝুম্পা লাহিড়ী

না ব া ল জ মি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক শোকাবহ ঘটনায় আবদ্ধ দুই ভাই। অতীতের স্মৃতিতাড়িত মনস্বিনী এক মহিলা। বিদ্রোহে বিক্ষত একটি দেশ। মৃত্যুর পরেও জীবিত এক প্রেম। আমেরিকা ও ভারতের পটভূমিকায় একটি অবিস্মরণীয় নতুন উপন্যাস, যা আমাদের সময়ের অন্যতম উজ্জ্বল কাহিনিকারের ব্যাপ্তি ও পরিসর বিস্তৃততর করেছে: দ্য নেমসেক ও আনঅ্যাকাস্টমড আর্থ-এর বহুপঠিত লেখিকা।

বয়সের পার্থক্য মাত্র পনেরো মাস। সুভাষ ও উদয়ন হরিহর আত্মা দুই ভাই। কলকাতার যে পাড়ায় তাদের বেড়ে ওঠা, সেখানে একজনকে অন্যজন বলে লোকে ভুল করে। কিন্তু তারা বিপরীতমুখীও বটে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই আলাদা। তাদের ভবিষ্যতও দু'টি আলাদা পথে চলে। ১৯৬০। বর্ণময় ও আবেগতাড়িত উদয়ন নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে যার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক অসাম্য ও দারিদ্র নির্মূল করা। নিজের বিশ্বাসের জন্য সে সব সমর্পণ করতে ও সবরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কর্তব্যপরায়ণ সুভাষ ভাইয়ের এই রাজনৈতিক আবেগের অংশীদার নয়। সে বাড়ি ছেড়ে আমেরিকার নিভৃত এক উপকূলবর্তী কোণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে জীবন অতিবাহিত করে।
কিন্তু যখন সুভাষ শোনে, তাদের পৈতৃক বাড়ির বাইরে নাবাল জমিতে তার ভাইয়ের সঙ্গে কী ঘটেছে, সে চূর্ণবিচূর্ণ পরিবারের টুকরোগুলো একত্র করতে ও উদয়নের রেখে যাওয়া ক্ষতগুলোকে সারিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় দেশে ফেরে, অনুভব করে যে কিছু গভীর ক্ষত রয়ে গিয়েছে উদয়নের বিধবা স্ত্রীর হৃদয়েও।
দক্ষ, রুদ্ধশ্বাস, তীব্রভাবে অন্তরঙ্গ এই উপন্যাস মহৎ সৌন্দর্য ও জটিল ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ আবেগের কাহিনি; এক চিত্তাকর্ষক পারিবারিক গাথা; ইতিহাসে প্রোথিত একটি গল্প যা একাধিক প্রজন্ম ও দুই মহাদেশের ভূগোল, উভয়কেই বেঁধে রাখে মসৃণ প্রামাণ্যতায়। নাবাল জমি ঝুম্পা লাহিড়ীর সৃষ্টিশক্তির উচ্চতার পরিচায়ক।

৪০০.০০

ISBN 978-93-5040-388-4

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাবাল জমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাবাল জমি

ঝুম্পা লাহিড়ী

অনুবাদ: পৌলোমী সেনগুপ্ত

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেরিনের জন্য, যে প্রথম থেকে বিশ্বাস করেছিল
এবং আলবের্তো, যে শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থেকেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই

গল্প সপ্তদশ
সমনামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

lascia ch'io torni al mio paese sepolto
nell'erba come in un mare caldo e pesante.

আমাকে নিজের শহরে ফিরতে দাও
ঘাসে সমাধিস্থ হয়ে যেন উষ্ণ ও গভীর এক সাগর।

—জর্জো বাসানি, "সালুতো আ রোমা"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

টলি ক্লাবের পূর্বদিকে, দেশপ্রাণ শাসমল রোড দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর, একটি ছোট মসজিদের দেখা পাওয়া যায়। একটা মোড় ঘুরলেই শান্ত পাড়া। সরু গলির কাটাকুটি আর অনাড়ম্বর মধ্যবিত্ত বাড়িঘর।

একসময় এই পাড়াতেই পাশাপাশি দু'টি লম্বাটে পুকুর ছিল। তার পেছনে কয়েক একর জুড়ে একটি নিচু নাবাল জমি।

বর্ষার পরে জল বেড়ে পুকুরদু'টি একাকার হয়ে যেত। নিচু জমিতেও তিন-চার ফুট গভীর জল জমত, বছরের কয়েক মাস ধরে জমে থাকত সেই বর্ষার জল।

সেই জলে কচুরিপানা জন্মাত। ভাসমান সেই আগাছা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ত। পাতায় ঢাকা জলাজমিকে তখন মনে হত শক্ত জমি। উপরের নীল আকাশের তলায় সবুজ মাটি।

নাবাল জমির চারধারে কোথাও কোথাও খুব সাধারণ কুঁড়েঘর দেখা যেত। গরিবরা জলায় শাকপাতা বা অন্য খাবার জিনিস খুঁজতে নামত। শরৎকালে সেখানেই দেখা যেত বক, তাদের সাদা পালকে শহরের কালি মাখা। তারা স্থির হয়ে অপেক্ষা করত শিকারের জন্য।

কলকাতার আর্দ্র গরমে জল শুকোয় দেরিতে। তবু রোদের তাপে সেই জমা জল একসময় উবে যেত, ভিজে মাটি বেরিয়ে আসত আবার।

সুভাষ আর উদয়ন বহুবার ওই নিচু জমিটার উপর দিয়ে হেঁটেছে। এলাকার বাইরে একটা ছোট্ট মাঠে তারা ফুটবল খেলতে যেত ওই জমিটার ওপর দিয়ে কারণ তাতে সময় বাঁচত। জমে থাকা জল এড়িয়ে, কচুরিপানার ঢিপি টপকে হাঁটত তারা, ভেজা বাতাসে নিশ্বাস নিতে-নিতে।

সেখানে এমন কিছু প্রাণী ডিম পাড়ত যারা শুকনো মাটিতেও বাঁচে। আবার অন্যরা মরে যাওয়ার ভান করে কাদায় ডুবে থাকত আবার বৃষ্টি আসার অপেক্ষায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~